স্বামিস্ত্রী

শ্রীহরমোহন বিশ্বাস প্রণীত।

অভিনব সংস্করণ।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৪২।

PUBLISHED BY THE AUTHOR,

MENT SCHOOL, RANGPUR.

1885.

বিজ্ঞাপন।

গার্হস্থ্যজীবনের দুঃখবিমোচন ও সুখবৃদ্ধির উদ্দেশে "স্বামী স্ত্রী" প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ বিশেষ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হয় নাই। ইহা স্বীয় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল। এই পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি অতি গুরুতর। সরল ভাষায় সাধারণের ধারণার উপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বিচার করিবেন। যদি ইহা দ্বারা কোনও দম্পতীর কিঞ্চিৎ উপকারলাভ হয়, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল।
১৫ই আশ্বিন, ১২৯২।

শ্রীহরমোহন বিশ্বাস

নির্ঘণ্ট

স্বামিস্ত্রী

বিশেষ কর্ত্তব্য।

মনুষ্যজীবনে যত কার্য্য আছে, বিবাহ সকলের অপেক্ষা প্রধান। মনুষ্যের সমুদয় সুখ-দুঃখ, বিবাহের সহিত সম্বদ্ধ। বিবাহে পরিবারের সৃষ্টি হইয়াছে। পরিবার-বদ্ধ হইয়া থাকায়, অশেষ সুখ এবং অনেক দুঃখও আছে। বিবাহিত অবস্থায় কি উপায়ে সুখী হওয়া যায়, তাহাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সমাজে, বিবাহ চলিত থাকায় অশেষ মঙ্গল হই-তেছে এবং বিবাহ হইলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, এ প্রথা আরও ভাল। অতএব, যাহাতে স্বামী ও স্ত্রী, সদ্ভাবে চিরকাল কাটাইতে পারে, সে বিষয়ে উভয়েরই সবিশেষ চেষ্টা একান্ত

উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, স্বামী, স্ত্রীর প্রকৃতি ও রুচি ভাল করিয়া বুঝিবেন ; স্ত্রীরও স্বামীর প্রকৃতি ও রুচি বিশেষরূপে বুঝিতে হইবেক। একে, অন্যের ভাব বুঝিতে না পারায় অনেক দম্পতী চিরকাল অসুখে জীবন কাটাইতেছেন। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, অনেক স্বামী, গুণবতী, রূপবতী ও বিদ্যাবতী স্ত্রী পাইয়াও সুখী হইতেছেন না এবং রূপবান, বিদ্বান ও অর্থবান স্বামী অনেক স্ত্রীর সুখ সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। পরস্পরের প্রকৃতি বুঝিয়া না চলাই এ অসুখের মূল। সচরাচর দেখা যায়, স্বামী, স্ত্রী অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। এ অবস্থায় স্ত্রীকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। স্ত্রীর মনোমত চলিয়া তাহাকে আপনার উপযুক্ত করিতে যত্ন করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য। যদি তুমি নিজের স্ত্রীর উন্নতি করিতে না পারিলে, তোমার বিদ্যা বুদ্ধির গৌরব কি ? আর, স্বামী অল্পবুদ্ধি ও মূর্খ হইলে, তাহার মন যোগাইয়া, তাহাকে ভালবাসায় বাধ্য করিয়া, ক্রমে ক্রমে আপনার উপযুক্ত করিয়া লওয়া স্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রী যাহা ভাল

বাসে, যাহা করিতে চায়, তাহা বিশেষ মন্দ না হইলে এবং তাহাতে অন্যের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাতে মত দেওয়া স্বামীর উচিত এবং তৎপরে শান্তভাবে সেই কার্য্যের দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিলে, স্ত্রী সন্তোষের সহিত তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবেক। আগে প্রতিবাদ করিয়া চটাইয়া দিলে, হাজার ভাল হইলেও তাহাতে স্ত্রীর মন লাগিবেক না। ঐ রূপ, স্ত্রীরও উচিত যে প্রথমতঃ স্বামীর ইচ্ছার বাধ্য হইয়া, আস্তে আস্তে তাহার কার্য্যের দোষ-গুণ দেখাইয়া দেয়। এই রূপ করিলে নিশ্চয়ই অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে এবং স্বেচ্ছাচারী স্বামী বশীভূত হইবেক।

স্ত্রী কুৎসিত হইলে, তাহার সদ্‌গুণ স্মরণ করিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যত্ন করিবে। ইহাতেও ভাল বাসিতে না পারিলে, এমন কতকগুলি লোকের বিষয় চিন্তা করিবে যাহাদের স্ত্রীরা কুৎসিত অথচ তাহারা সেই কুৎসিত স্ত্রীগণকে মনের সহিত ভাল বাসে। নিজের রূপও মধ্যে মধ্যে ভাবিও। স্ত্রীর পক্ষেও ঠিক ঐ নিয়ম। স্বামীর সদ্‌গুণ দেখাই কর্ত্তব্য।

যদি ভাগ্যে এমনই ঘটে যে, স্ত্রীর কিম্বা স্বামীর

রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি সকল বিষয়েই ত্রুটি, তাহা হইলেও ধর্ম্মের অনুরোধে পরস্পর ভালবাসা বিধেয়। বিবাহ কখনও ভাঙ্গিতে পারে না, তাহাতে কোনও ক্রমে সুখও হয় না। রূপ-গুণ থাকুক আর নাই বা থাকুক, ভাল বাসিবই এরূপ প্রতিজ্ঞা থাকিলে এ অবস্থায়ও প্রণয় হইতে পারিবেক।

এমন অনেক স্ত্রী আছে যাহারা স্বামীর মুখে অন্য স্ত্রীর রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিলে অসুখী হয়, স্বামীর চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করে; স্ত্রীর এরূপ প্রকৃতি দেখিলে ওরূপ না করাই স্বামীর কর্ত্তব্য। আবার স্ত্রীর মুখে অন্য পুরুষের সুখ্যাতি শুনিলে অনেক স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হয়। এই দোষটী পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়। অতএব এ বিষয়ে স্ত্রীগণের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

নির্জ্জনে সচরাচর পরস্ত্রী কিংবা পর পুরুষের সহিত একত্র বাস অথবা আলাপ করা কোনও মতে বিধেয় নহে। ইহাতে দোষ ঘটিতে পারে অথবা উভয়ের মনে সন্দেহ সঞ্চারের সম্ভাবনা। যাহাতে কোনও সন্দেহ জন্মিতে পারে এরূপ কার্য্য, স্বামী স্ত্রী উভয়েরই নিষিদ্ধ।

যে কথায় বা উপহাসে স্ত্রীর মনে কষ্ট হয়, তাহা ত্যাগ করিতে, স্বামী সর্ব্বক্ষণ সযত্ন থাকিবেন। অনেক স্বামী, স্ত্রীর পিতৃকুলের কাহারও দোষ আলোচনা অথবা স্ত্রীর কোনও খুঁত ধরিয়া ঠাট্টা করিতে ত্রুটি করেন না, ইহা নিতান্ত অনুচিত; ইহাতে অনেক স্ত্রীর মনে আঘাত লাগে। স্ত্রীদিগের মধ্যে এ দোষ বড় দেখা যায় না। বড় লোকের মেয়েদের কতক থাকিতে পারে; এরূপ অভ্যাস পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্বামী দরিদ্র কিংবা অল্প আয়বান হইলে, অসন্তোষ প্রকাশ করা স্ত্রীর পক্ষে কোনও ক্রমে উচিত নহে। স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট দেখিলে স্বামীর দুঃখের আর সীমা থাকে না; এবিষয়ে স্ত্রীকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবেক। স্ত্রীকে সুখে রাখেন, সকল স্বামীরই আন্তরিক ইচ্ছা; দুর্ভাগ্য ক্রমে না ঘটিলে তাঁহারা মরমে মরিয়া থাকেন। ইহার উপর স্ত্রীর অসন্তোষ ও কটূক্তি, মরার উপর খাঁড়ার ঘা মারার তুল্য, ইহা সকল স্ত্রীরই বিবেচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্ত্রী, স্বামীর সুখ্যাতি শুনিতে পাইলে আপনাকে

চরিতার্থ জ্ঞান করে এবং দিন দিন স্বামীর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইতে থাকে। এজন্য সর্ব্বদা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও সদ্বিষয়ে সাহস প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা স্বামীর কর্ত্তব্য। তা বলিয়া বাড়িতে আসিয়া স্ত্রীর নিকট বৃথা বাহাদুরী করা বাঞ্ছনীয় নহে। নিজমুখে বাহাদুরী প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, তোমাতে পদার্থ আছে কি না তাহা বুঝিতে স্ত্রীর বেশী দেরি হয় না। অনেক স্ত্রীরও এ দোষ আছে। তাঁহাদেরও ইহা ত্যাগ করা বিধেয়। তবে কথা প্রসঙ্গে নিজ নিজ দুই একটি গুণের উল্লেখে কোনও দোষ নাই বরং প্রণয় বৃদ্ধি পায়।

স্বামীর যাহাতে কোনও বিষয়ে কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। স্বামী কোনও দুশ্চিন্তায় অধীর হইলে, ধীরে ধীরে সান্ত্বনা করিবে ও সাহস দিবে। প্রিয়তমার সান্ত্বনায় কোনও দুশ্চিন্তা থাকিতে পারে না; প্রেয়সীর সাহস পাইলে সহস্র সহস্র বিপদ পায়ে ঠেলিয়া ফেলা যায়। স্বামী রুগ্ন হইলে ত যত্ন করিবেই, সুস্থাবস্থায় ও খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাধ্যমত পরিচর্য্যা করিবে। স্ত্রীর রোগ শোকেও

স্বামীর ঐরূপ করা উচিত। স্ত্রী অন্য পরিচর্য্যা চায় না বটে, কিন্তু সে বিষয়ে স্বামীর উদাসীন থাকা উচিত নহে। খাদ্যাদি বিষয়ে স্ত্রী মুখ ফুটিয়া না বলিলেও স্বামীর দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

সতীত্ব স্ত্রীর ভুষণ, এ পুরাতন কথা আর বিস্তৃত রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রী মাত্রেই এ কথা বিশেষ রূপে অবগত আছেন। স্বামী, স্ত্রীর সহস্র সহস্র দোষ মাপ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অসতীত্ব কোনও স্বামীই ক্ষমা করিতে পারেন না। সতী গৃহের লক্ষ্মী ও স্বামীর আদরের ধন, ইহা স্মরণ রাখিয়া চলা স্ত্রী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এ দোষে স্বামীরাই বেশী দোষী। অনেক স্বামী আপন ব্যভিচার দোষকে পাপমধ্যেই ধরেন না এবং আত্মীয় স্বজন কিংবা স্ত্রী তাহা টের পাইলেও তেমন লজ্জিত বা ভীত হন না। সমাজেও পুরুষের ব্যভিচার সম্বন্ধে বিশেষ শাসন নাই। অন্যে শাসন করুক বা না করুক, স্বামীর ইহা মনে রাখা উচিত যে, ঐরূপ আচরণে, স্ত্রী মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করেন, দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়। তোমার উপর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা নাই বলিয়াই

মনের আগুনে মনে মনে পুড়িয়া মরেন—গৃহকার্য্যেও তাঁর তত উৎসাহ থাকে না। যে স্ত্রীর স্বামী নির্দ্দোষ, সেই স্ত্রীর নিকট যার পর নাই লজ্জিত থাকে। এমনও ঘটে যে স্বামীর অপবিত্র ব্যবহারে, ব্যভিচার দোষের প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়। অতএব এরূপ অমঙ্গলজনক ঘৃণিত পাপে লিপ্ত হওয়া কোনও স্বামীরই উচিত নহে। এ দোষ স্বামী-স্ত্রী কাহারও জীবনে, ঘটিয়া থাকিলে, তাহা কখনই প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রকাশে কিছু মাত্র লাভ নাই বরং চিরবিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। স্ত্রীর এরূপ দোষ প্রকাশে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটিবে।

স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। একত্র বাসে প্রণয়বৃদ্ধি হয় এবং সহজে চরিত্র পবিত্র রাখা যায়। বিদেশে থাকিতে হইলে, পরিবার, যাহাতে দুই একটি ভিন্ন-পরিবারের সহিত অবসর সময়ে প্রত্যহ আলাপাদি করিতে পারেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। দশ পরিবার, এক পাড়ায়, নিকট নিকট বাস করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। এক পরিবার একলা থাকিলে, আলাপের

লোক না পাইয়া, স্ত্রীগণ অগত্যা চাকর-চাকরাণীর সহিত কথায় বার্ত্তায় অবসর সময় কাটাইতে বাধ্য হন। যেহেতু আলাপের একমাত্র পাত্র স্বামীও তখন কার্য্যালয়ে থাকেন। চাকর চাকরাণীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিরাপদ নহে। পিত্রালয়ে একাদি ক্রমে অনেক দিন থাকা স্ত্রীদিগের উচিত নহে। বড় লোকের মেয়েরা ও দরিদ্র লোকের স্ত্রীরা জীবনের অনেক সময় পিত্রালয়ে কাটান। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। নিয়ত পিত্রালয়ে থাকিলে, গৃহিণীর উপযুক্ত কার্য্যগুলি শিক্ষা হয় না এবং চরিত্রদোষও ঘটিতে পারে। হে ধনিকন্যাগণ! তোমরা চিরকাল পিত্রালয়ে কাটা-ইতে কি লজ্জা বোধ কর না। যখন বিবাহিত হইয়াছ তখনই পর হইয়াছ। এখন শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্রী হইয়া আপনার গৃহধর্ম্ম পালন কর। হে দরিদ্রস্ত্রীগণ! তোমাদিগকে নিরুপায় হইয়া পিত্রালয়ে চিরকাল থাকিতে হইলেও অতি সাবধানে চলিবে। শ্বশুরবাটীতে যেমন লজ্জাশীলা থাক, এখানেও তদ্রূপ থাকিবে।

দুরদৃষ্ট দোষে অনেক পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ

করেন। স্ত্রী থাকিতে বিবাহ্ করা, নিতান্ত নরাধমের কর্ম্ম। বহু স্ত্রী লইয়া কোনও স্বামী সুখী হইতে পারেন না। এরূপ স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষের অপার দুঃখ ও দ্বেষ হিংসা প্রবল হয় এবং অবশেষে চরিত্রও দূষিত হইতে পারে। এরূপ স্ত্রীদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। যাহা হউক এরূপ অবস্থায়ও যাহাতে স্বামীকে সুখী করিতে পারা যায়, স্ত্রীগণের তাহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামী দোষী হইলেও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। দ্বিতীয় বার বিবাহ-কালে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের পর আর বিবাহ বিধেয় বোধ হয় না। এখনকার লোক সচরাচর পঞ্চাশের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। চল্লিশের পর অনেক পুরুষের ইন্দ্রিয় ক্ষীণ ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। এ অবস্থায় একটি বার তের বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়া চিরদুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করা একান্ত নির্দ্দয়ের কর্ম্ম। প্রাচীন অবস্থায় বালিকাকে বিবাহ করিয়া যুবকের মত চলিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে কি লজ্জা হয় না!!

সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে, অনেক স্থলে, স্বামী-

স্ত্রীতে বিবাদ মনোবাদ ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি স্ত্রী বেশী রাগিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বামীর চুপ করিয়া থাকাই উচিত; স্বামী বেশী চটিলে, স্ত্রী নীরবে থাকিবেন। দুই জনেই জয়ী হইতে চাহিলে, বিবাদ, ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিবাদ মিটিয়া গেলে, অন্য সময়ে, প্রকৃত পক্ষে কাহার দোষ, ইহা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিলে সহজে মিটিয়া যায়। রাগের সময়ে কেহই আপনার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না। ঝগড়া বাধিয়া উঠিলে, চুপ করিয়া থাকা বড় কঠিন, কিন্তু চুপ করিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শিক্ষা।

স্বামিগণের অনেকেই লেখা পড়া জানেন। স্ত্রীগণ প্রায় সকলেই অক্ষরজ্ঞানশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রবীণ স্বামীদিগের অপেক্ষা নব্য স্বামীরা বেশী বিদ্বান এবং বেশী রসিক; সুতরাং প্রবীণ স্বামীরা মূর্খা স্ত্রী লইয়া যেমন সুখে কাল কাটাইতে পারেন,

নব্যেরা তেমন পারেন না। স্ত্রী একবারে অক্ষরজ্ঞান-শূন্য হইলে, নব্য স্বামীর দুঃখের আর পার থাকে না। স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হন। স্ত্রী কিঞ্চিৎ লিখিতে ও পড়িতে পারিলে নব্যগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। ভাল লেখা পড়া জানিলে যে কত উপকার, তাহা বুঝাইতে অধিক চেষ্টার আবশ্যকতা বোধ হইতেছে না। এখনকার দিনে তাহা সকলেই জানেন। স্ত্রীর সামান্য লেখা পড়ায় কোনও কোনও স্বামী তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"; ইহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট কিছুই হয় না। এই বিশ্বাসে তাঁহারা স্ত্রীদিগের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেন না এবং যাঁহারা কিছু লিখিতে পড়িতে জানেন, তাঁহাদের সেই সামান্য লেখা পড়ার আলোচনা করিতে উৎসাহ দেন না—ইহা বড় ভ্রম। তুমি বিদেশে আছ, তোমার স্ত্রী লিখিতে পড়িতে জানিলে, তুমি পত্র দ্বারা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া আন্তরিক সুখ-দুঃখ স্ত্রীকে জানাইয়া অনেক পরিমাণে তৃপ্ত হইতে পার। সাংসারিক কোনও গোপনীয় কথা কেবল স্ত্রীকে জানান আবশ্যক হইলে,

অনায়াসে তাহা করিতে পার। তদ্রূপ, বিরহকাতরা প্রেয়সীও পত্র দ্বারা আপনার জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারেন। পরামর্শ আবশ্যক হইলে, পত্র দ্বারা অনায়াসে তাহা পাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত সহজ ভাষায় লিখিত উপদেশ, সংবাদ পত্র এবং নাটক ও উপন্যাস পড়িয়া জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুখে সময় কাটাইতে পারেন। কেহ কেহ ভাবেন, লেখা পড়া অসৎ ইচ্ছা সাধনের প্রধান উপায়। জিজ্ঞাসা করি, লেখালেখি করিয়া কয় জন স্ত্রী কুপথগামিনী হইতে সাহসী হইয়াছেন। বহুদর্শী অভিভাবক না থাকিলে অথবা অসৎ সঙ্গে পড়িলে, মূর্খা স্ত্রীও অসৎ পথে যাইতে পারে। তবে আর লেখা পড়ার দোষ কেমন করিয়া দিব? অশ্লীল পুস্তক পাঠে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইতে পারে। স্ত্রী যাহাতে ঐ রূপ পুস্তক না পড়েন, তদ্বিষয়ে স্বামীর চেষ্টা করিতে হইবেক। স্ত্রী সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা হইলে, তুমি তাহার চরিত্র ভাল রাখিতে যেমন যত্ন করিতে, শিক্ষার প্রথম সময়েও সেইরূপ সতর্ক ভাবে চলিতে হইবে।

নাটক ও উপন্যাস পাঠে অনেক আপত্তি আছে,

কিন্তু তথাপি প্রায় সকল যুবক-যুবতী ঐরূপ পুস্তক পাঠে দিন দিন অধিকতর অনুরক্ত হইয়াছেন। এরূপ উপন্যাসপ্রিয়তায় বেশী অনিষ্ট দেখা যাইতেছে না। ইহাতে যুবকগণের স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, দেশের কদাচার নিবারণে সাহস বাড়িতেছে; যুবকেরা স্ত্রীকে হৃদয় ভরিয়া ভাল বাসিতে শিখিতেছেন। পতিই সতীর জীবন-সর্ব্বস্ব, যুবতীরা উপন্যাসের পত্রে পত্রে তাহা শিখিতেছেন, শত সহস্র প্রলোভনে পড়িলেও সতীত্ব রক্ষা করিতে হইবেক, প্রত্যেক নাটক, প্রত্যেক উপন্যাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিতেছে। দুরন্ত পাষণ্ডের হাতে পড়িলে কি রূপ ছলে, বলে, কৌশলে বা সাহসে সতীত্ব রক্ষা করিতে হয়, নাটক ও উপন্যাস পাঠ ভিন্ন আর কিছুতেই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। কি কি গুণে পতিসোহাগিনী হইতে পারা যায়, যুবতী উপন্যাস পাঠেই তাহা সহজে বুঝিতে পারেন। সমাজের আচার ব্যবহার ও লোকের চরিত্র লইয়াই উপন্যাস লিখিত হয়। সুতরাং উপন্যাস পাঠে যথেষ্ট উপকার আছে, ইহা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উপন্যাসে যে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর, যে স্বদেশানুরাগী সাহসী পুরুষের চিত্র থাকে, তাহা অনেকাংশে অতিরঞ্জিত, সংসারে সেরূপ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবেক না। ঐ চিত্র আদর্শ করিয়া আপনাপন সদ্‌গুণ বৃদ্ধি করিতে হইবেক। উপন্যাসের লিখিত প্রণয়িনীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী পাইলে না বলিয়া ক্ষোভ করিও না। উপন্যাস ও নাটকাদিতে প্রণয়ের একটু বেশী আলোচনা হয় বলিয়া, বিরহ সময়ে ঐ পাঠ বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। স্বামী স্ত্রী একত্র থাকিয়া নাটকাদি পড়িলে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। থিয়েটর দেখা ও যাত্রা শুনা যেরূপ, উপন্যাস ও নাটক পাঠও প্রায় সেই রূপ।

স্ত্রীরা যাহাতে হাতের লেখা পড়িতে পারেন, তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক। পত্র পড়াইবার জন্য অনেককেই দশ বার বছরের ছেলের খোসামদী করিতে হয়।

কিছু কিছু অঙ্কজ্ঞান থাকা সাংসারিক কার্য্যের পক্ষে অনেক উপকারী। যোগ, বিয়োগ, আনা,

পয়সা লিখিতে জানিলে, কেহ হিসাবে ঠকাইয়া প্রতারণা করিতে পারে না।

প্রত্যহ যাহাতে কিছু কিছু লেখা পড়ার আলোচনা হয়, সে বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। প্রত্যহ একটু একটু করিয়া শিখিলে, যথেষ্ট বিদ্যালাভ হইতে পারে। স্বামী-স্ত্রী এক জায়গায় থাকিয়া পাঠ করিবেন। তাহা হইলে স্ত্রীর শিক্ষার অনেক সাহায্য হইবেক। নাটক ও উপন্যাস স্ত্রীকে দিয়া পড়াইবেক। তাহাতে তোমাদের দুজনেরই আমোদের সহিত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা হইবেক। যে যে অংশ কিছু কঠিন বলিয়া বোধ কর, তাহা স্ত্রীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে।

স্ত্রীগণ, লেখাপড়ার অনুরোধে যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাংসারিক কাজে তাচ্ছিল্য করিবেন না। অবসর সময়ে লেখা পড়া করাই ভাল।

স্বাধীনতা।

নিজের ইচ্ছামত কার্য্যকরার ক্ষমতাই স্বাধীনতা। যদি তুমি ইচ্ছা করিয়া পরের দাস কিংবা দাসীও হও, তাহাতে তোমার স্বাধীনতা বজায় থাকিল জানিবে। আর যদি কেহ তোমাকে জোর করিয়া রাজত্বও করায়, তাহাতে তোমার স্বাধীনতা নষ্ট হইল। স্বেচ্ছাধীন দাস ও দাসী, রাজা ও রাণী তুল্য। এবং পরাধীন রাজা ও রাণী—কেনা গোলাম। স্বাধীন জীবের অশেষ সুখ।

অনেকে মনে করেন বিবাহে স্বাধীনতা যায়, ইহা নিতান্ত ভ্রম। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সম্পূর্ণ ইচ্ছার সহিত বিবাহ নিয়মের বাধ্য হয়। যাহা নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক করিলাম, তাহাতে স্বাধীনতা লোপ হইল কিরূপে বলিব? কিন্তু যদি স্বামী জোর করিয়া স্ত্রীকে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করান অথবা স্ত্রী বড় লোকের মেয়ে বলিয়া যদি স্বামীকে চিরকাল পিত্রা-লয়ে রাখেন, তাহা হইলে স্বাধীনতা থাকিল না বলিতে হইবেক। সর্ব্ব সুখের মূল স্বাধীনতা যাহাতে বিনষ্ট

না হয়, সে বিষয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের দেশে স্বামীর স্বাধীনতার বড় অভাব নাই। কেবল বৃদ্ধ বয়সেই কিছু গোলযোগ, তখন স্বামী পরম অধীন। প্রবীণা স্ত্রীদিগের অনেকটা স্বাধীনতা আছে; কিন্তু যুবতী স্ত্রীদিগের কিছু মাত্র স্বাধীনতা নাই বলিলেই হয়। ইচ্ছামত লেখা পড়া করিতে পারে না, ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম, স্বামিসেবা, এমন কি আহার পরিধানেও অক্ষম। কোনও স্থলে স্বামী, কোথাও শ্বশুর শাশুড়ী, কোথাও বা প্রতি-বেশীরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে যুবতী কামিনীদিগকে চালাইয়া থাকেন। নব্য বয়স হইতে পরচালিত হইয়া তাহাদের মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, কার্য্যক্ষমতা জন্মে না এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সৌভাগ্য ক্রমে দিন দিন লেখা পড়ার উন্নতি হওয়াতে, বিবাহিত যুবকগণ স্বীয় স্বীয় যুবতীগণকে স্বাধীন ভাবে লেখা পড়া, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি কার্য্য করিতে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটি মহৎ দোষ আসিয়া পড়ি-

তেছে। স্বামীর উৎসাহে যুবতী মাতিয়া উঠিয়াছে। যাহা করিবে, করিবেই, যাহা বুঝিবে তাহাতে আর কাহারও উপদেশ শুনিবে না, কাহারও প্রবোধ মানিবে না। এমন কি শেষে স্বামীর কথাও মানিতেছে না। এত নব্য বয়সে এরূপ অবাধ্যতা, বিশেষ ক্ষতি-জনক। এরূপ অবাধ্যতাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। অল্পবুদ্ধি স্ত্রীরই এই দোষ ঘটে। স্বাধীন ভাবে চলিতে, বুদ্ধি চাই। বুদ্ধিশূন্য স্বাধীনতা, পাগলামি ও উপহাসের বিষয়। যুবতীগণ! যদি তোমরা গুরু জনের কথা না রাখিলে, যদি তোমরা আশ্রিত জনের সুখ-দুঃখের দিকে না তাকাইলে, তোমার অসময়ে তাহারা কেন তোমার দুঃখে দুঃখী হইবেক!! আরও দেখ, যৌবনে, সংসারের অনেক কাজ কর্ম্ম গুরু জনের কাছেই শিক্ষা হয়। স্বামীর নিকট তাহার কিছুই শেখা যায় না। তবে গুরু জনের অবাধ্য হইলে চলিবে কেন? দেখ যে কাজ করিয়া পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিন্দাভাজন হইতে হয়, সে কাজে সুখ হইবেক কেন? যদি সুখ না হইল, বরং দুঃখ ঘটিবার সম্ভব, এমন কাজ স্বাধীন জীব হইয়া করিবে কেন?

সুখের নিমিত্তই, উন্নতির জন্যই, স্বাধীনতার আবশ্যকতা। অতএব পরিবারের ও প্রতিবেশিগণের মনোমত চলিতে অথচ আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে শিক্ষা কর। ইহাতে স্বাধীনতার হানি হয় না। এরূপ বাধ্যতা তোমার কল্যাণকর জানিয়া তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছ। তুমি স্বাধীনই রহিলে।

আমি উপরে যাহা বলিলাম বোধ হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে না। তোমাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে বলিতেছি অথচ সকলের বাধ্যও থাকিতে বলিতেছি, এই উভয়সঙ্কট কাজ কেমন করিয়া করা যায়, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিতেছি। মনে কর, তোমার স্বামী তোমাকে লেখা পড়া শিখিতে বলে, কিন্তু তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর তাহাতে মত নাই। এস্থলে প্রথমতঃ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা গুরু জনের প্রিয়পাত্র হইতে হইবেক, পরে লেখা পড়া আরম্ভ করিবে। তাঁহারা তোমার গুণে ভুলিলে, তোমার লেখা পড়ায় বাধা দিতে তাঁহাদিগের কখনই ইচ্ছা হইবেক না। লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া এমন সাবধানে থাকিবে যে, লেখা পড়ার অনুরোধে তাঁহা-

দের পরিচর্য্যার ত্রুটি না হয় কিংবা তাঁহাদের আজ্ঞা-লঙ্ঘন না হয়। এরূপে চলিলে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না—গুরু জনও চটেন না।

এ বিষয়ে স্বামীরও একটু সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে গুরুজন অসন্তুষ্ট না হন, এরূপ উপায় অবলম্বন করা ভাল। স্বামীদিগের স্বাধীনতার সীমা নাই। যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। স্ত্রীকে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। নির্ভয়ে নেশায় লিপ্ত হইতেছে, ব্যভিচারে আত্মাকে কলঙ্কিত করিতেছে, আয়ের অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার আমোদে মত্ত হইতেছে, স্ত্রীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। স্বামীর এরূপ আচরণ, স্বাধীনতা নহে, স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচার ত্যাগ করা সকল স্বামীর পক্ষেই কল্যাণকর, স্বামীর এরূপ স্বেচ্ছাচার, স্বাধীন ভাবে দমন করা, স্ত্রী মাত্রেরই উচিত। ইহাতে ভীত হওয়া, অথবা স্বামী পূজ্য দেবতা বলিয়া সঙ্কুচিত হওয়া, কোনও মতে উচিত নহে। অকল্যাণকর কার্য্য সমূহের নিবারণ এবং কল্যাণকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করাই স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামীকে সৎপথে রাখিবে, দাস-দাসীর

অবাধ্যতা দমন করিবে, পুরুষের অভদ্রতার জন্য তিরস্কার করিবে, আপনার ও পরিবারের যাহাতে মঙ্গল হয় সচ্ছন্দ মনে তাহা করিবে। গৃহিণীগণ! এই নিমিত্তই তোমাদের স্বাধীনতার আবশ্যকতা, তাহা পারিলেই তোমাদের স্বাধীনতা সার্থক হইল। একটী কথা এই, স্বাধীন ভাবে চলিতে গিয়া যেন পুরুষ-দিগের মত স্বেচ্ছাচারী খামখেয়ালী হইয়া না পড়। বিনীত ও শান্তভাবে অথবা মান করিয়া কিংবা কাঁদিয়া সারিতে পারিলে আর দণ্ড-বিধির প্রয়োজন নাই। কার্য্যের উল্লেখ করিয়া আর কত দেখাইব। স্বাধীন ভাবে চলিতে গেলে, অনেক স্থলে আপনার বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে হইবেক। তাহা না পারিলে অনেক দোষ ঘটে। যদি নিজে বুঝিয়া চলিতে অসমর্থ হও, সর্ব্বদা স্বামী ও গুরু জনের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে।

অনেক স্বামী, স্ত্রীদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় মনে করে। স্ত্রী কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিলে, অথবা স্বামীর কোনও ত্রুটির জন্য রাগ করিলে, স্বামীর অসহ্য হইয়া উঠে। স্ত্রী, তাহার সম্পূর্ণ অধীন, স্বামী

যাহা করিবে তাহার দোষ, গুণ বিচারে স্ত্রীর কোনও অধিকার নাই, স্বামীর অন্যায় ধরিয়া গালাগালি বা রাগ করা স্ত্রীর অবাধ্যতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এরূপ বিশ্বাসে অনেক স্বামী নিজ নিজ স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। স্বামীগণের এরূপ ব্যবহার ন্যায়-বিরুদ্ধ এবং স্ত্রীস্বাধীনতার হানিজনক। ভাল মনে করিয়া স্ত্রী যাহা বলে, অথবা যাহার জন্য তিরস্কার করে, না চটিয়া—স্থির চিত্তে তাহা শ্রবণ করা উচিত; তাহাকে ধমকাইয়া নিবৃত্ত করা স্বেচ্ছাচারী স্বামীর কর্ম্ম। স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ কিংবা তিরস্কার সহ্য করায় স্বাধীনতার লোপ হয় না, ইহা মনে রাখা সকল স্বামীরই কর্ত্তব্য। আর, স্বামী, কোনও ত্রুটির জন্য তিরস্কার করিলে, স্ত্রীর তাহা সহ্য করা বিধেয়। এরূপ বাধ্যতায় স্বাধীনতার ক্ষতি হয় না। উভয়েই আপনাকে স্বাধীন মনে করিয়া মুখামুখী করিলে সংসারে আর শান্তি থাকিতে পারে না—রাত্রি দিন কেবল কলহ করিয়া জীবন কাটাইতে হয়। হে স্বামি-গণ! হে গৃহিণীগণ! স্বেচ্ছাধীন অধীনতায় স্বাধীনতার হানি হয় না; এই কথা মনে থাকিলে পরামর্শ গ্রহণ

অথবা তিরস্কার সহ্য করায় স্বামী-স্ত্রী কাহারও অপমান বোধ হইবেক না।

স্বাধীনতা পাইয়া অনেক গৃহিণী বড় ফাজিল হইয়া উঠে। যে কাজ স্বামীর কর্ত্তব্য, যে কাজ করিতে স্বামী সমর্থ, সেই সমস্ত কার্য্য করিতে ফাজিল স্ত্রীরা অগ্রসর হইয়া থাকে, এরূপ করা ভাল দেখায় না, ইহাতে স্বামীর মন বিরক্ত হইতে পারে। যাহার যে কর্ত্তব্য, তাহার তাহা করাই বিধি।

অনেক নব্যারা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য যে ধর্ম্মে আপনাদের বিশ্বাস নাই তাহাতে বিশ্বাস করিতেছে। দেবদেবীর পূজা, ব্রত, নিয়মাদি ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া বসিতে শিখিতেছে। ধর্ম্ম লইয়া এরূপ করা নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চলা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

অর্থ।

টাকার গুণ বর্ণনার আবশ্যকতা নাই। ছেলে বুড়া সকলেই জানে, টাকা না থাকিলে সংসারের কোনও কাজ চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, টাকার এত উপকারিতা দেখিয়াও অনেকে ইহা ব্যয় ও সঞ্চয় করিতে শিখে না। ব্যয় দোষে অনেক পরিবার দরিদ্র হইয়া যাইতেছে এবং সঞ্চয় গুণে নিতান্ত অল্প আয়ের পরিবারও ধনী হইয়া উঠিতেছে।

সকলেরই আপন আপন অবস্থা বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত; অনেকেরই প্রতিবেশিগণের দেখাদেখি খরচ করা রোগ আছে। ইহা নিতান্ত অন্যায়। কেহ কেহ ধার কর্জ্জ করিয়াও ব্যয় করিতে ছাড়ে না। এরূপ পরিবারের অভাব কখনই ঘুচে না। যখন ব্যয় করিবে, তখন অনেকে প্রশংসা করিবেক, কিন্তু দরিদ্র হইয়া পড়িলে আর কেহ তত্ত্ব লইবেক না। দুপয়সা সঞ্চয় থাকিলে চির কাল সুখে থাকা যায় ও সকলে সকল সময়ে আদর করে। এই কথা মনে রাখিয়া ব্যয় করিবেক।

অনেক স্বামীর এরূপ দোষ আছে যে, ব্যয় বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রাহ্য করে না। আপনার ইচ্ছা অথবা পরের উত্তেজনায় ব্যয় করিয়া থাকে। যদি তুমি হিসাবী হও, তাহা হইলে তত ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু বেহিসাবী হইলে, স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য; এ অবস্থায়, ব্যয়ের ভার স্ত্রীর হাতে দেওয়া ভাল, টাকা কড়ি স্ত্রীর কাছে রাখা উচিত। তাহা হইলে সমুদায় ব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোনও কোনও পরিবারের স্ত্রী বেহিসাবী; যাহা দেখে তাহা কিনিতে চায়, পরের কথামত ব্যয় করিতে সন্তোষবোধ করে। এরূপ পরিবারের অর্থ সঞ্চয় হওয়া বড় কঠিন। যথেষ্ট আয় থাকিলেও বিবেচনা পূর্ব্বক খরচ না করিলে, দরিদ্রতার হাত এড়ান বড় সহজ নহে। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মী, স্ত্রী অতিব্যয়ী হইলে কিছুতেই আঁটে না।

অনেক স্বামীর এরূপ মত যে স্ত্রীর হাতে টাকা দেওয়া কোনও মতে উচিত নহে। স্ত্রীরা টাকা রাখিতে জানে না, ছাই ভস্মে খরচ করিয়া ফেলে, যাকে তাকে

বিশ্বাস করিয়া বেশী সুদের লোভে টাকা ধার দেয়, শেষে আসল লইয়া টানাটানি। স্ত্রীগণের এ নিন্দা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে, অনেকেরই এ দোষ আছে। তাহাদের উচিত যে, ব্যয়ের সময়ে স্বামী কিংবা প্রাচীনা গুরু-জনের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে। পুরু-ষের অজ্ঞাতসারে কাহাকেও টাকা ধার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীরা টাকা রাখিতে জানে না বলিয়া, তাহাদের হাতে টাকা না দেওয়া ভাল বোধ হয় না। অল্প দেও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছু কিছু দেওয়া উচিত। না দিলে টাকার মায়া জন্মিবে কেন এবং কিরূপে চলিলে টাকা রাখা যায় তাহাই বা কেমন করিয়া শিখিবেক। অধিক টাকা স্ত্রীর হাতে দেওয়ার প্রয়ো-জন নাই। তাহার নিজের নিতান্ত আবশ্যক ব্যয় কুলাইয়া কিছু সঞ্চয় থাকে, এই পরিমাণে টাকা দিলেই চলিতে পারে।

স্বামী অতি-ব্যয়ী হইলে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য যে, সুযোগ পাইলেই স্বামীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বিশেষ যত্নের সহিত সঞ্চয় করিতে থাকে। এত সাবধানে সঞ্চয় করিতে হইবেক যে স্বামী যেন ঐ সঞ্চিত অর্থের

বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে। জানিলে, ঐ টাকা কখনই রাখিতে পারিবে না।

কোনও কোনও স্থলে এমনও ঘটে যে, স্বামী উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলে, অথবা ঘোর বিপদে পড়িলে, স্ত্রী নিজের টাকা কিছুতেই ব্যয় করিতে চায় না, স্বামীর কষ্টে দৃক্‌পাতও করে না। কিন্তু এরূপ নির্দ্দয় স্ত্রী অতি অল্প। যুবতীদিগের এরূপ নির্ম্মমতা হইতে পারে না। প্রবীণাদিগের মধ্যে দুই একটী এরূপ স্ত্রী দেখা যায়।

স্ত্রীর গহনায় টাকা ব্যয় করিতে কোনও কোনও স্বামীর আপত্তি দেখা যায়। আপন আপন অবস্থানুযায়ী কিছু কিছু গহনা করা মন্দ নয়। সঞ্চয়ের এটী একটী উপায়। তবে রাশি রাশি গহনা গড়াইয়া টাকা আটকাইয়া রাখায় লাভ নাই। নগদ টাকা খাটাইয়া টাকা বৃদ্ধি করা ভাল।

আজ কাল পোষ্ট আফিসে সেবিঙ্গ ব্যাঙ্ক হওয়াতে টাকা সঞ্চয়ের বেশ সুবিধা হইয়াছে। চারি আনাও জমা রাখা যায়। যাহাদের নিতান্ত অল্প আয়, তাহারাও কিছু কিছু ঐ ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীকে বাধ্য করিয়া প্রতি মাসে যথা-সাধ্য কিছু কিছু সেবিঙ্গ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ায়। অল্প জমা বলিয়া অবহেলা করিও না। মাসে একটী করিয়া টাকা জমা দেওয়াইলে দশবৎসরে প্রায় এক-শত পঁচিশ টাকা মজুত হইবেক। অল্প বলিয়া তুচ্ছ করিলে, দশ বৎসর পরে দেখিবে তোমার এক টাকাও মজুত নাই।

অর্থ সঞ্চয় করিতে গিয়া কৃপণ হওয়া উচিত নয়। ন্যায্যব্যয়ে কাতর হওয়া নিতান্ত অন্যায়। পরিবারের মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইলে, টাকা ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে কুণ্ঠিত হওয়া, কিংবা দরিদ্র দুঃখীকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ক্ষান্ত হওয়া, কৃপণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অর্থের দ্বারা কাহারও উপকার না হইল, তবে সে অর্থের প্রয়োজন কি?

কেহ কেহ আপনাকে বঞ্চিত করিয়া এবং কাহারও কোনও উপকার না করিয়া, কেবল সন্তানের জন্য সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত। সন্তানের জন্য কিছু সঞ্চয় করা মন্দ নয়। কিন্তু আত্মবঞ্চনা নিতান্ত অনুচিত।

আমোদ।

সাংসারিক কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত অনেককেই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়—রাত্রি-দিন বিশ্রাম নাই। সাংসারিকের দুঃখ, শোক ও বিপদেরও অভাব নাই। যাহাতে জীবন ভারবহ না হয় এবং দুঃখময় সংসারে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখী হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে স্বামী, স্ত্রীর চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমোদ প্রমোদ ও রসিকতা এ সংসারে সুখী হইবার প্রধান উপায়। আমোদ প্রমোদ জীবনের নূতনত্ব জন্মায়। আমোদ প্রমোদ না থাকিলে, গার্হস্থ্য জীবনে সুখী হওয়া যায় না। যাহারা আমোদ প্রমোদের যত বেশী উপায় করিয়া লইতে পারিবেক, তাহারা তত অধিক সুখে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিবেক। আমাদের দেশের যুবতীরা স্বাধীন ভাবে স্বামীর সহিত কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদ ও রসিকতা করিতে পারে না। সুতরাং যুবকগণ গৃহে সুখাশায় নিরাশ হইয়া কুলটালয়ে গমন করিয়া মনের সাধে নৃত্য গীতাদি ও হাস্য পরিহাস করিয়া সুখী হইতে বাধ্য হয়। প্রণয়া-

লাপ ও রসিকতা দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক স্ত্রীর কর্ত্তব্য। কোনও কোনও স্বামীর এরূপ স্বভাব যে, সাংসারিক আলাপ কিংবা ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কথা ভিন্ন, স্ত্রীর সহিত মনোহর গল্প কিংবা রসিকতা করে না। এরূপ স্বামী অতি সচ্চরিত্র সাধু বলিয়া প্রশংসিত হইলেও স্ত্রীর মনোমত হইতে পারে না।

সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য; দুঃখ ও বিপদের বিষয় মনে করিয়া বিষাদে কাল যাপন উচিত নহে। দুঃখ ও বিপদ ভুলিয়া যাওয়াই বিধেয়। স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সহাস্য বদনে নানারূপ গল্প ও হাস্য পরিহাস করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য। স্ত্রীর হাস্যমুখ দেখিলে হৃদয়ের অনেক দুঃখভাব ও শরীরের ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। যে সকল স্ত্রীরা নিতান্ত অরসিকা, তাহাদের নাটক ও উপন্যাস পাঠ করিয়া রসিকতা শিক্ষা করা ভাল। কোনও কোনও স্ত্রীর এরূপ প্রকৃতি যে তাহারা স্বামীর সহিত সাংসারিক আলাপ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, তাহাদের সময় অসময় জ্ঞান নাই। আফিসের খাটুনি ও সাংসারিক কার্য্যে

গুরুতর পরিশ্রমের পর, ঝগড়া কলহ ও অভাবের ঘ্যাঙ্গানি তুলিলে, কোন স্বামী সুখী হইতে পারে? হে গৃহিণীগণ! সংক্ষেপে তোমাদের এই উপদেশ দি যে, তোমরা কোনও প্রকার দুঃখের কথা লইয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইও না—যে গুলি নিতান্ত না বলিলে নয়, সে গুলিও ভাল সময়ে বলিও—ক্লান্তি সময়ে, কিংবা আহার কালে কোনও প্রকার কষ্টের কথার উত্থাপন করিও না।

কোনও কোনও স্বামী, স্ত্রীর অরসিকতা দেখিয়া বন্ধুগণের সহিত তাস পাশা খেলিয়া কিংবা গান বাজনা ও গল্প করিয়া বাহিরে বাহিরে সময় কাটায়। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। স্ত্রীকে রসিকা করিয়া লওয়া অন্যায় নহে। তাহার সহিত তাস খেলিতে পার, তাহার সহিত মজার গল্প করিতে পার, এবং তাহার সহিত উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া সুখী হইতে পার। এরূপ করিতে করিতে তাহার আমোদপ্রিয়তা জন্মিবে। দেখিবে আমোদের জন্য আর তোমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইবেক না।

কোনও কোনও স্বামী নিজ নিজ বিষয় কার্য্যে

কিংবা বিদ্যাচর্চ্চায় এত মগ্ন থাকে যে, স্ত্রীর সহিত দুদণ্ড গল্প করিতে বিরক্ত হয়। স্ত্রীগণ এরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত অসুখী হয়। এরূপ অনেক শুনা গিয়াছে যে, এমন স্থলে স্ত্রী স্বামীর কাজের কিংবা পড়ার ব্যাঘাত জন্মায়। পুস্তক বন্ধ করিয়া ফেলে অথবা কাড়িয়া লয়। স্বামিগণ স্ত্রীর প্রকৃতি বুঝিতে না পারাতে এরূপ ঘটিয়া থাকে। নারীজাতি আমোদ ও গল্পপ্রিয়, একথা স্মরণ রাখিয়া চলা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য। তবে স্ত্রীরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য চাই। আমোদ ও গল্প ভাল লাগে বলিয়া সর্ব্বদা তাহাতে ডুবিয়া থাকা বিধেয় নহে। নিজের ও স্বামীর উন্নতি হয়, এমন আলাপ ও পুস্তক পাঠে ব্যাঘাত করা অন্যায়। আহারান্তে ও বিশ্রাম সময়ে আমোদ, খেলা, ও গল্প করিবার নিয়ম করিলে কাহারও কাজের ক্ষতি হয় না, বরং যথেষ্ট লাভ আছে।

বেশভুষা।

স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বেশভুষার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উভয়েরই বস্ত্র পরিষ্কার ও চুল গুলি সুপরিপাটী হওয়া ভাল। অতি কুৎসিত হইলেও বেশের গুণে সুশ্রী দেখায়। এখনকার যুবক যুবতীদিগের পোষাক মন্দ নহে। অতি সূক্ষ্ম কাপড়ে লজ্জা রক্ষা হয় না, অনেক স্বামী-স্ত্রী ইহা বুঝিয়া উঠিয়াছেন। অতি সভ্যতার অনুরোধে অনেকে সর্ব্বদা জামা ব্যবহার করেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহা অনুচিত। অলঙ্কার, যুবতীদিগের সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান উপকরণ; এজন্য যুবতীরা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়। স্ত্রীগণের অলঙ্কারপ্রিয়তা দোষের নহে। স্বামীর নয়নরঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের এরূপ প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে। যেরূপ বেশ-ভুষায় স্বামী সন্তুষ্ট হন, তাহা করিতে দোষ নাই। কিন্তু কাহারও অলঙ্কারপ্রিয়তা এত বেশী যে, দুই তিন সুট গহনা একবারে পরিয়া হাস্যাস্পদ হয়। কিসে শোভা হয়, কিসে তাহা নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধি খাটাইতে হইবেক। শরীর পরিষ্কার রাখা,

সুদৃশ্য পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করা এবং অলঙ্কারে সুসজ্জিত হওয়া গৃহিণীর লক্ষণ। চুলগুলি তৈলশূন্য, দাঁতগুলি ছাতাপড়া, শরীর অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ এবং পোষাক নিতান্ত ময়লা, এরূপ স্ত্রী লইয়া কোন স্বামী সুখী হইতে পারে? সুবেশবিশিষ্টা সুপরিচ্ছন্না স্ত্রী, গৃহের লক্ষ্মী। কোনও কোনও স্বামীও বড় নোঙ্‌রা এবং বেশ বিষয়ে উদাসীন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিষ্কৃত পরিচ্ছদ স্ত্রীদিগের নিতান্ত ঘৃণাকর। স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিই সৌন্দর্য্য-প্রিয় বটে, কিন্তু স্ত্রী-জাতি পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বৃত্তি কোনও মতে নিন্দনীয় নহে। এই বৃত্তি থাকাতেই এই পৃথিবীর দিন দিন এত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে।

সাংসারিক কার্য্য সমাপনান্তে প্রত্যহ বেশভূষা করিয়া সুসজ্জিত হওয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য। কেহ কেহ ভাবে, প্রত্যহ এরূপ করার প্রয়োজন কি? স্বামীকে রূপ দেখাইয়া ফল কি? ফল এই যে স্বামীর মন তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেক। এই সামান্য চেষ্টায় স্বামীকে সুখী করিতে কে না যত্ন করিয়া থাকে?

সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার দূষণীয় নহে, বরং প্রীতিকর। নব্যেরা অনেকেই ফুলল তেল, ল্যাবেণ্ডার, আতর, পমেটম, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। এবিষয়ে বেশী বলার প্রয়োজন নাই। অনেক যুবক স্ব স্ব আয়ের অধিকাংশ, বেশ-ভূষায় ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ অজ্ঞতা নিতান্ত ঘৃণাজনক। আপনার আয় বুঝিয়া চলা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম।

কোনও কোনও স্ত্রীর বেশভূষাপ্রিয়তা এত বেশী হইয়া উঠে যে, তজ্জন্য স্বামীকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যে স্বামীর সন্তোষের নিমিত্ত বেশ-ভূষার আবশ্যকতা, সেই স্বামীকে কষ্ট দিয়া বেশভূষা করা, স্ত্রীর পক্ষে কোনও মতে সঙ্গত নহে। স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া আবদার করা বুদ্ধিমতী সুশীলা যুবতীর কর্ত্তব্য।

গৃহস্থালী।

গৃহিণীদিগের নিজ হাতে সমুদায় গৃহকার্য্য সমাধা করা উচিত। যাহাদিগের দাস দাসী ও পাচক আছে, তাহাদেরও উচিত যে, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করে। চাকর চাকরাণীর উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিলে, অনেক কাজ মনোমত হয় না; হইলেও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। চাকর চাকরাণী ও রান্ধনী দ্বারা অনেক দ্রব্যাদি নষ্ট ও অপহৃত হয়, এ কথা কে না জানে? মধ্যমাবস্থার গৃহস্থের সাধ্যমত সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং করা কর্ত্তব্য। অল্প উপার্জ্জনে, বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় না করিলে কিরূপে কুলাইতে পারে? এখনকার দিনে যেরূপ ব্যয়বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মাসিক দুই শত টাকা আয়বান গৃহস্থেরও কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। এরূপ আয়বান লোকের চাকরান খরচা মাসিক প্রায় পঁচিশ টাকা লাগে। যাহাদের মাসিক আয় কুড়ি হইতে পঞ্চাশের মধ্যে তাহাদের চাকরান খরচা মাসিক ছয় টাকার বেশী কোনও মতে হওয়া উচিত নয়।

নব্যেরা স্বয়ং গৃহস্থালী করিতে বড় নারাজ। স্বহস্তে শাক সবজী উৎপাদনের চেষ্টা করা, স্বয়ং বাজার করা ইত্যাদি সাংসারিক কার্য্যে দিন দিন তাহাদের ঘৃণা ও আলস্য দেখা যাইতেছে। এজন্য তাহাদের অল্প আয় নানাপ্রকারে ব্যয়িত হইয়া যায়, অনেকের ধার কর্জ্জও হয়। নব্যেরা তাস, পাসা খেলিয়া কিংবা কেবল গল্প করিয়া সময় কাটায়, সংসারের কোনও কার্য্য করিতে চায় না। তাহারা যদি সাংসারিক কার্য্যে মনোযোগ দেয়, তাহা হইলে কিছু কিছু টাকা সংস্থান হইতে পারে এবং গৃহ-কার্য্যও উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়। নব্যগণ! তোমাদের পিতৃপিতামহগণ সাংসারিক কার্য্য করিতে লজ্জা না করিয়া স্বয়ং সাধ্যমত অনেক কার্য্য করিতেন বলিয়া অল্প আয়েও সুখসচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। নিজের কাজ করিতে লজ্জা কি? স্বয়ং কাজ করিলে যেমন সমস্ত কার্য্য ভাল হইবেক, অর্থব্যয় কম হইবেক, তেমন শারীরিক শ্রম হেতু শরীর সুস্থ ও সবল এবং মনের স্ফূর্ত্তি বাড়িবেক।

নব্যা গৃহিণীগণেরও গৃহকার্য্য করিতে আলস্য ও

ঘৃণা জন্মিয়া উঠিয়াছে। বড় লোকের গৃহিণী ও কন্যা-গণের ত কথাই নাই— তাহারা যথাসময়ে গা তুলিয়া আহার করিতেও কষ্ট বোধ করে। অর্দ্ধবয়সী গৃহিণীরাও এখন স্বহস্তে রাঁধিতে, ঘর নিকাইতে, এমন কি নিজের উচ্ছিষ্ট পাত্র ধুইতে কষ্ট বোধ করে। আপনারা কুড়ে হইয়া, বৃদ্ধা অস্থিচর্ম্মসার শাশুড়ী কিংবা মাতার স্কন্ধে সমস্ত গৃহকার্য্যের ভার চাপাইয়া দিতে কিছুমাত্র লজ্জা বা মমতা বোধ করে না। হায়! কি দুঃখের বিষয়, যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের পরিচর্য্যায় সুখসচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিন কাটাইবেন, তাঁহারা ভালরূপে তোমাদের পরিচর্য্যা করিতে না পারিলে তোমরা রুষ্ট হও। এরূপ করাতে তোমাদের কিছুমাত্র লাভ নাই। গৃহকার্য্যে তোমরা নিতান্ত অক্ষম হইয়া যাইতেছ। আলস্য হেতু, শরীর দিন দিন দুর্ব্বল, রুগ্ন হইতেছে। একেত, তোমরা চিরজীবন গৃহের বাহির হইয়া ভ্রমণাদি বা কোনও শারীরিক পরিশ্রম করিতে পার না, তাহাতে যদি গৃহকার্য্যেও বিমুখ হও, তাহা হইলে যে তোমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। রাজরাণী হও

অথবা ভিখারিণী হও, পরিশ্রম না করিলে কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না।

গৃহিণীগণ! তোমরা গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য নিজ হস্তে সম্পন্ন কর। চাকর কিংবা চাকরাণী থাকিলে, বিবেচনা পূর্ব্বক কতকগুলি কার্য্য তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইতে পার। কতকগুলি স্বয়ং করিবে। স্বহস্তে রন্ধন করিবে, স্বহস্তে গৃহসামগ্রীগুলি সাজাইয়া রাখিবে, শিশুসন্তানের আহার দিবে। এরূপ কাজে কি তোমাদের কষ্ট বোধ হয়? এমন সুখের কাজ আর কি আছে? নিজের প্রস্তুত সুস্বাদ খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পতি, পুত্র, শ্বশুর, শাশুড়ী ও অপরাপর আত্মীয়-গণের সুখ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা কোন কাজ অধিক সুখজনক? গৃহসামগ্রীগুলি সুশৃঙ্খলরূপে সাজাইয়া রাখিয়া গৃহের শোভা সম্পাদনে কি সামান্য সুখ?

রন্ধনাদি ও সন্তান প্রতিপালন গৃহিণীর কার্য্য বটে; কিন্তু তাহার অসুস্থাবস্থায় সেই সকল কার্য্য করিতে আপত্তি বা লজ্জা করা স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। অসমর্থা-বস্থায় স্বামীর কাজ স্ত্রীর এবং স্ত্রীর কাজ স্বামীর করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

পরিবার।

পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকায় অশেষ সুখ। আমাদের অনেকের আয় অতি সামান্য। পৃথক্ পৃথক্ বাস করিতে গেলে সে আয়ে কুলায় না। গৃহকার্য্য ও সন্তান প্রতিপালন একা গৃহিণীর দ্বারা সুসম্পন্ন হয় না, দাস দাসীর আবশ্যক হয়। কিন্তু অল্প আয়বান লোকের তাহা চলে না; সুতরাং ভাই ভাই এক পরিবারভুক্ত থাকিলে গৃহকার্য্য, সন্তানগণের লালন-পালন এবং রোগ, শোক, আপদ, বিপদ সকল বিষয়েই পরস্পর সাহায্যে সুখসচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারা যায়। সকলে এক পরিবারভুক্ত থাকায় কতক দোষ থাকিলেও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একত্র বাসে অনেক লাভ আছে। অতএব যাহাতে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হইয়া, একান্নভুক্ত থাকা যায়, সে বিষয়ে চেষ্টা করা গৃহী ও গৃহিণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

গৃহিণীগণের এরূপ অপবাদ আছে যে, তাহারাই পরিবারভঙ্গের মূল কারণ। তাহাদের কুমন্ত্রণায় ভাই ভাইয়ে মনোবাদ হয় এবং অবশেষে পৃথক্

হইয়া পড়ে। একথা অনেক পরিমাণে সত্য। এক ভাই অপরের অত্যন্ত বাধ্য থাকিতে পারে; এক জন অপর ভাইয়ের সুখে ও উন্নতিতে সুখী, কিন্তু জা-গণের সেরূপ প্রকৃতি নহে। এক জা অপর জার বাধ্য হইতে চায় না, এক জন অপরের সুখ দেখিতে পারে না, এক জন অপরের শ্রীবৃদ্ধিতে অতীব অসুখী। এই হেতু পরস্পর দোষ অন্বেষণ করিতে থাকে, সামান্য দোষ অতি গুরুতর করিয়া স্বামীর কাণে ঢালিতে থাকে। দিন দিন এরূপ করিয়া গৃহবিচ্ছেদ জন্মায়। গৃহিণীগণ! তোমরা পরম যত্নের সহিত এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ কর। এক ভাই যেমন অপর ভাইকে ভিন্ন জ্ঞান করে না, তোমাদেরও উচিত, এক জা অপর জাকে আপনার সহোদরার মত দেখে। দেখিতে গেলে জা সহোদরার অপেক্ষা বেশী, কেননা সহোদরার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবেই, কিন্তু জার সহিত চিরকালের সম্বন্ধ। বিবাদ কর আর যাহাই কর, তোমরা একবংশীয় থাকিবে এবং যাবজ্জীবন নিকটে নিকটে না থাকিয়া থাকিতে পারিবে না। স্ত্রীজাতি সহিষ্ণুতা গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। পরিবারস্থ দশ জনের

দশ কথা সহিয়া থাকিতে পারিলে এবং নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সকলের সহিত একত্র থাকিতে পারিলে, বুঝিব সত্য সত্যই নারীগণ সহিষ্ণু। গৃহিণীগণ! সর্ব্বদা পরিবারস্থ সকলের প্রিয়পাত্র হইতে মনোযোগ রাখিবে। কেহ কোনও প্রকার কটূক্তি করিলে তাহা মনে করিয়া রাখিও না, পরিবারের কেহ তোমার কোনও দ্রব্য নষ্ট করিলে সাধ্যমত ক্ষমা করিবে। পরিবারের কাহারও কুৎসা করিয়া বেড়াইও না, এবং অন্য কেহ তোমাদের পরিবারের কাহারও দোষ ব্যাখ্যা করিতে থাকিলে তাহাতে কান দিও না। এরূপ করিলে সহসা অপ্রণয় ঘটিতে পারিবেক না।

স্বামীগণেরও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। স্ত্রী পরিবারস্থ কাহারও কোনও দোষের কথা উত্থাপন করিলেই তাহাতে বিশ্বাস করা অথবা সায় দেওয়া নিতান্ত অপদার্থ স্বামীর কর্ম্ম। স্ত্রীর কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনা উচিত। শুনিয়া যদি স্ত্রীর ভ্রম বুঝিতে পার, তাহাকে বুঝাইয়া দেও। আর যদি স্ত্রীর কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবে, তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে, সে যাহাতে সমুদায়

সহ্য করিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, সেরূপ উপদেশ দিবে। যে অসুখের কথা স্ত্রী বলিয়াছে তাহা দূর করিতেও যত্নের ত্রুটি করিবে না। কোনও কোনও স্বামী স্ত্রীর দুঃখ কাহিনীতে কর্ণপাত করিতে চায় না। এরূপ করায় কিছুই লাভ নাই— বরং কাহারও নিকট মনঃকষ্ট ব্যক্ত করিতে না পারিয়া এবং কাহারও প্রবোধ ও উপদেশ না পাইয়া স্ত্রীর মন দিন দিন অসুখী হইয়া উঠে, শেষে আর কাহারও কোনও উপদেশ গ্রাহ্য করে না। এরূপও শুনা যায় যে, কোনও কোনও স্ত্রী, স্বামীর নিকট নিজের মনো-দুঃখের কথা বলিতে গিয়া তিরস্কৃত হওয়ায় জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছে অথবা গৃহত্যাগী হইয়াছে।

স্ত্রীর কথিত দোষের কথা সংশোধন করিতে গিয়া, এরূপ ভাবে কথা কহিও না যেন তুমি স্ত্রীর পক্ষ রক্ষা করিতে গিয়াছ; পরিবারস্থ লোকের ঐরূপ বিশ্বাস হইলে তুমি কিছুতেই সে দোষ দূর করিতে পারিবে না। যদি বিচারে জানিতে পার যে, স্ত্রীর কথা সত্য এবং সেই দোষ গুরুজনের, তাহা হইলে স্ত্রীর অসাক্ষাতে সেই দোষের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ

করিবে, এবং গোপনে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবে। আর যদি স্ত্রীকে সেই দোষের মূল বুঝিতে পার, তাহা হইলে স্ত্রীকে তিরস্কার করিবে। চাকর চাকরাণী কিংবা লঘু সম্পর্কীয় ব্যক্তি বিবাদের মূল কারণ হইলে, সত্যাসত্য গোপনে জানিবে। স্ত্রীর দোষ বুঝিলে তাহাদের অসাক্ষাতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিবে। চাকর চাকরাণীর দোষ বুঝিলে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়াই ভাল বোধ হয়। লঘু সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহার অন্যায় বুঝাইয়া দিবে।

কোনও কোনও স্ত্রী, স্বামী ভিন্ন পরিবারস্থ আর কাহারও সুখদুঃখের দিকে তাকায় না; এরূপ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম, এরূপ ব্যবহারে সকলেরই অসন্তোষভাজন হইতে হয়। ইহাতে কখনও একতা থাকিতে পারে না। গুরুজনকে সাংসারিক কঠিন কার্য্য করিতে দিবে না, তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ভাসুর ও দেবরগণকে সহোদরের তুল্য দেখিবে। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে ভাসুর দেবর তোমাদের প্রধান ভরসাস্থল, সহোদর ভাই ক্রমে ক্রমে পর হইয়া যান। ভাসুর ও দেবর-

দিগের পুত্র কন্যাগণকে আপনার সন্তানের মত স্নেহ করিবে। দাস দাসীগণের প্রতি দয়া ও মমতা করিবে। দেখিতে গেলে তোমরাই তাহাদের মা বাপ। জীবনের অধিকাংশ কাল তাহারা প্রভুগৃহে কাটায়। তাহাদের আহারাদির যেন কোনও মতে ত্রুটি না হয়। তাহাদের শোক দুঃখে দুঃখিত হইয়া সাধ্যমত সাহায্য করিবে।—তাহাদের কোনও কার্য্যে ত্রুটি দেখিলে নিষ্ঠুরভাবে গালাগালি না দিয়া সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, তদ্রূপ করিবে। পরিবারের কাহারও অন্যায়াচরণ দেখিলে শাসন করিতে সঙ্কোচ করিও না। ভাল বাসিতে হইবেক বলিয়া শাসনের অভাব না হয়। উচিত পথে থাকিয়া স্নেহ ও শাসন করিলে পরিবারে অশান্তি ঘটিবে না। ননদিনী, পিসশাশুড়ী, মাসশাশুড়ী প্রভৃতি কেহ পরিবারভুক্ত থাকিলে, পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকতর যত্ন ও পরিচর্য্যা করিবে। তোমাদের দোষে তাঁহাদের মনে যেন "পরের বাড়ী আছি" এরূপ ভাবের উদয় হইতে না পারে।

স্বামীগণেরও এ বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য।

অনেকে এই সকল আত্মীয়ের সহিত নিতান্ত নির্ম্মম ব্যবহার করে, ইঁহাদের সুখ দুঃখের দিকে দৃক্‌পাত করে না। ইঁহারা যখন পরিবারভুক্ত হইয়াছেন, অসদ্ব্যবহার দ্বারা ইঁহাদিগের অসন্তোষ জন্মাইলে, পরিবার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভাসুর কিংবা দেবরগণের কেহ উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে, তাঁহাদিগের প্রতি অনাদর অথবা সেই কথা লইয়া আন্দোলন করা উচিত নহে। ইহাতে তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের স্ত্রীগণের মনে বিশেষ কষ্ট হইবেক। এরূপ ব্যবহারে একত্রবাস সম্ভবে না। আহার, পোষাক ও গহনা সকলেরই তুল্যরূপ হওয়া বিধেয়। এক পরিবারের মধ্যে কাহারও ভাল আহার, কাহারও মন্দ, কাহারও বেশী গহনা, কাহারও কিছুমাত্র নহে; এরূপ অবিবেচনায় পারিবারিক সুখ ও ঐক্য কখনই থাকিতে পারে না। এরূপ করা নিতান্ত নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম। যে জাগণকে ভগ্নীতুল্য ভাল বাসিতে হইবেক, তাহাদিগের সম্মুখে নিজের সুখের জন্য, নিজের সৌন্দর্য্যের জন্য চেষ্টিত হওয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্র মনের কার্য্য। সাধ্য

থাকিলে সকলেরই সমান পোষাক ও সমান অলঙ্কার কর। একলা পাঁচ শত টাকার অলঙ্কার না পরিয়া পাঁচ জনের প্রত্যেকে এক শত টাকার গহনা পরাইলে প্রকৃত সৎ মনের পরিচয় হয়। তবে তোমাদিগের যাহাকে স্বামী-সঙ্গে বিদেশে থাকিতে হয়, তাহার দুই চারি খানা বেশী থাকিলে, কোনও দোষ বোধ হয় না। ভাইদের মধ্যে যে বিদেশে থাকে কিংবা ভদ্র-সমাজে যাতায়াত করে, তাহার ভাল ও অধিক পোষাকে যেমন অন্য ভ্রাতারা অসুখী হয় না, জা-গণেরও তদ্রূপ ভাব আবশ্যক।

সন্তান।

সন্তান, পারিবারিক সুখের একটী প্রধান উপায় ও বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র সম্বল। কিন্তু তাহা বলিয়া সন্তান না জন্মিলে পুনরায় বিবাহ করা স্বামীর কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহে সন্তান জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু বহুস্ত্রী লইয়া সংসার ভোগ

করায় যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, নিঃসন্তান থাকিলে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। অনেক স্থলে স্বামীর রোগ হেতু সন্তান জন্মে না, এরূপ অবস্থায় পুনর্ব্বার বিবাহে কোনও লাভ নাই। যদি সন্তান না জন্মিলে আপনাদিগকে নিতান্ত অসুখী জ্ঞান কর, তাহা হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করাই ভাল। তাহাতে সকল দিক বজায় থাকিবেক। স্বামী বা স্ত্রী কাহারও ক্ষোভ থাকিবেক না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোনও কোনও বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা স্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া স্বামীকে পুনরায় বিবাহ দিয়াছে। এরূপ কার্য্যে স্ত্রীর অতুল প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বামীর নিতান্ত মূর্খতা ও অপ্রেমিকতা প্রকাশ পায়।

সন্তান, পিতা মাতার প্রিয়তম পাত্র সত্য; কিন্তু সে কি উপায়ে বলিষ্ঠ নীরোগী ও সুশিক্ষিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেকে বিশেষ মনোযোগ করেন না। সন্তানোৎপাদন, সন্তানপালন ও তাহাদের সুশিক্ষাদান বিষয়ক পুস্তকাদি, সকল পিতা মাতারই যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক। এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ক কয়েকটী কথা বলিব।

পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক দোষ-গুণ অনেক পরিমাণে সন্তানে বর্ত্তে। অতএব সকল স্বামী-স্ত্রীরই সাধু, সচ্চরিত্র ও নীরোগী হইতে চেষ্টা করা একান্ত উচিত। কুষ্ঠ, শূল, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে সন্তানোৎপাদন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পিতা মাতার সুস্থাবস্থায় যে সন্তান জন্মে, তাহা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভব।

সন্তান প্রতিপালনের ভার প্রসূতির হস্তে থাকা আবশ্যক। সাংসারিক কার্য্যের ভার দাস দাসীর হাতে দিতে পারা যায়, কিন্তু প্রাণাধিক সন্তানের ভার তাহাদের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, নিতান্ত নির্ব্বোধ ও নির্দ্দয়ের কাজ। দাস দাসী পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য তোমার সন্তানের মলমূত্রময় নেকড়া ও কাঁথা প্রত্যহ আবশ্যকমত দুই তিন বার কাচিবে না। উপযুক্ত সময়ে খাওয়াইবে না। কোনও কোনও মাতা এমন নিষ্ঠুর যে, অপোগণ্ড শিশুকেও রাত্রিতে চাকরাণীর কাছে রাখিতে কুণ্ঠিত নয়; তাহার কান্না ও আহারাদিতে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

অনেকে সন্তান রাখিতে, চাকর অথবা চাকরাণী

নিযুক্ত করেন। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। এরূপ দেখা যায় অনেক দাস-দাসী ছেলে নিয়া বাটীর বাহিরে গিয়া তাহাকে এক দিকে ফেলিয়া রাখিয়া কাহারও সহিত গল্প করে অথবা মনের সুখে নিদ্রা যায়। ছেলে কোনও কারণে কাঁদিলে অথবা তাহার অবাধ্য হইলে আপনার ইচ্ছাগত শাস্তি দিতে ত্রুটি করে না। নির্ব্বোধ পিতা-মাতা ইহার কিছুই জানিতে পারে না। সংসারের অন্যান্য হাজার কাজ নষ্ট হইলেও সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বহস্তে রাখিবে। আর এক কথা এই, ছেলেরা অতি শৈশব কাল হইতেই শিখিতে সমর্থ। অশিক্ষিত ও দুশ্চরিত্র দাস, দাসীর উপর ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকিলে, ছেলেরা উহাদের কদালাপ ও কুব্যবহার শিখিতে থাকিবেক।

সন্তানগণকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিতে হইলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। তাহারা পিতা মাতাকে যাহা করিতে দেখিবেক, তাহাই শিখিবেক। পাঁচ বৎসর বয়সে সন্তানগণের পাঠ আরম্ভ ভাল; কিন্তু ছেলে দুর্ব্বল ও রোগা হইলে

আট দশ বৎসরের আগে পড়িতে দিবে না। পড়াইবার জন্য ভয় দেখাইও না অথবা মারিও না ; তাহা হইলে লেখা পড়ার প্রতি সন্তানের বিদ্বেষ জন্মিবেক। নিষ্ঠুর শিক্ষকের নিকট পড়িতে দিবে না, দিলেও ছেলের অজ্ঞাতসারে মারিতে নিষেধ করিয়া দিবে। আট কি দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃভাষা পড়াইবে, পরে পুত্রগণকে ইংরাজি শিখিতে দিবে। কন্যাগণকে অন্ততঃ ছাত্রবৃত্তির পাঠ্য শিখাইতে চেষ্টা করিবে। কন্যার শিক্ষার ভার পুরুষ শিক্ষকের হস্তে দিবে না। যদি শিক্ষয়িত্রী না মেলে, তাহা হইলেও নয় বৎসরের অধিক বয়স হইলে, পুরুষের হাতে শিক্ষাভার রাখিবে না। কেহ কেহ কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয় ও যত্ন করিতে বড় ইচ্ছা করেন না। সুখের বিষয় এই যে নব্যগণ কন্যাগণকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে শিখিয়া উঠিয়াছেন। দেখিতে গেলে পুত্র, কন্যা অপেক্ষা অনেক উপকারী বটে, কিন্তু ফলাফল দেখিয়া ভাল বাসা নিতান্ত স্বার্থপরের কর্ম্ম। অধিক কন্যা ও জামাতার দ্বারাও অনেক পুত্রহীন পিতা-মাতা সুখে জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

পুত্রের বিদ্যাভ্যাস শেষ না হইলে অথবা কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে, তাহাকে বিবাহ দিবে না। আমাদের দেশে অনেকের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় বিদ্যা শিক্ষার ও শারীরিক বলের হানি হইতেছে। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে পুত্র বুদ্ধিমান হইলেও প্রণয়ের অনিবার্য্য চিন্তায়, পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিবেক না। কিন্তু দুশ্চরিত্র ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে দেখিলে, বিবাহ দিতে বিলম্ব করিবে না। বিলম্বে লাভ কিছুই নাই, যথেষ্ট অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

কন্যাকে বার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া ভাল নয়। তাহার শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া চলা কর্ত্তব্য বোধ হয়। কোনও কোনও কন্যার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ আবশ্যক হইতে পারে এবং কোনও কোনও কন্যাকে ১৫। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখা যায়। কন্যা ও বরের বয়সের বিভিন্নতা পনর বৎসরের অধিক এবং দশ বৎসরের ন্যুন হওয়া উচিত নহে। বড় দুঃখের বিষয় যে কোনও কোনও পিতা মাতা অর্থলোভে অথবা কন্যাটী অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইবে না এই আশয়ে অথবা স্ত্রীর বংশ-

গৌরব বৃদ্ধির জন্য বরের উচ্চপদ, বিষয়, পসার, কুল অথবা বিদ্যা দেখিয়া প্রবীন কিংবা বৃদ্ধ বরেও বালিকা কন্যাদান করিয়া থাকে। এত বয়স বিভিন্নতায় কন্যার মনের ভাব ও ইচ্ছা বরের সহিত ঐক্য হইতে পারে না, সুতরাং, যথার্থ প্রণয় ঘটে না। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য কি? প্রণয়— না খাওয়া পরা? আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অবস্থায় অনেককে অকালে বৈধব্য যন্ত্রণায় পড়িতে হয়। সুখের বিষয় এই যে আজ কাল এরূপ বিবাহে অনেকের ঘৃণা জন্মিয়াছে।

বিরহ।

বিরহযন্ত্রণা অতি কষ্ট দায়ক। বৃদ্ধদম্পতীও পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়। দীর্ঘ বিরহে অনেক যুবক ও যুবতী জীর্ণ, শীর্ণ, ও উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়। মস্তকঘূর্ণন, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ দীর্ঘ বিরহের ফল। এমন কি, অনেক যুবক ও দুই এক জন যুবতী বিচ্ছেদ বশত কুপথে গমন করে। দীর্ঘ বিরহে দাম্পত্য-প্রণয় ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের বিষময় ফল অনেকেই বুঝিয়াছেন। এমন কি পনের টাকা আয়বান যুবকও স্বীয় প্রণয়-প্রতিমা লইয়া বিদেশে গমন করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যুবতীরাও বন্ধুবান্ধবশূন্য বিদেশবাসে কষ্ট বোধ করে না। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি দোষ আসিয়া পড়িতেছে। বিদেশে পরিবার নিয়া অনেকে দেশের মমতা, আত্মীয়গণের স্নেহ, ভুলিয়া যায়; যাহাদের অল্প আয় তাহাদের দ্বারা বাটীস্থ পরিবারের কিছু-মাত্র সাহায্য হইতেছে না; বিদেশে কোনও বিপদ ঘটিলে দুঃখের অবধি থাকে না। প্রতি বৎসর অন্ততঃ

এক বার বাটী যাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আপনারা কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধ্যমত বাটীর পরিবারের সাহায্য করিবে। বিদেশে পরিবার আনিবার আগে অন্ততঃ পঁচিশটী টাকা সেবিন্স ব্যাঙ্কে জমা রাখিবে।

বিরহের আবশ্যকতাও আছে। এক ক্রমে একত্র বাসে প্রণয়ের তেমন মধুরতা থাকে না; অল্প দিনের বিচ্ছেদে সেই নিস্তেজ প্রেমস্রোত চতুর্গুণ বেগে বহিতে থাকে। এরূপ বিরহসময়ে যুবক ও যুবতী আপনাপন দোষ দর্শন করিতে পারিয়া সংশোধন করিতে সংকল্প করে। পরস্পরের গুণগুলি মনে করিয়া পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

বিরহ সময়ে একটু সাবধানে চলা স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কর্ত্তব্য। এই সময়ে একাকী অলস ভাবে বসিয়া থাকিবে না। সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, সদুপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া কিংবা সচ্চরিত্র সমবয়স্কগণের সহিত আমোদ প্রমোদ ও সদালাপে সময় কাটাইবে। বিরহিণীগণ, বিরহব্যথা উপশম করিবার জন্য সুশীলা

সখীর সহিত প্রণয়ালাপ করিবে, তাহা না করিলে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিবেক। বিরহী যুবকগণ, বিদেশ কালে দুশ্চরিত্র যুবক দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিও না। তোমাদের পদে পদে প্রলোভন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে বেড়াইবে। সচ্চরিত্র বিশ্বাসী বন্ধু ভিন্ন কাহারও সহিত প্রণয় সংক্রান্ত আলাপ করিও না।

পত্র লেখা, বিরহভার লাঘব করিবার একটী প্রধান উপায়। পত্র দ্বারা অর্দ্ধ সাক্ষাৎ হয়। অতএব এ বিষয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশেষ মনোযোগ রাখা উচিত।

সম্পূর্ণ।

PRINTED BY PITAMBARA VANDYOPADHYAYA,
AT THE SANSKRIT PRESS.
NO. 62. AMHERST STREET, CALCUTTA, 1885.